কালের কণ্ঠ

তারিখ ...14 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

আশ্বাসে থামছে না আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

সাত বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা

■

অফিসে আসা যাওয়ার সময় অবরোধ না করার ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, এনবিআর, এমনকি খোদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকেও টিউশন ফির ওপর ভ্যাট না নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাতে আস্থা রাখতে পারছে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের আশঙ্কা, এগুলো শুভংকরের ফাঁকি। ভ্যাট শেষমেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। তাই তারা শুধু টিউশন ফির ওপর থেকে নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকেই ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি তুলে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

এই আন্দোলনে রাজধানী অচল হওয়ার পরও গতকাল রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে দাবির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস পায়নি শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা সড়ক থেকে তাদের অবস্থান ছেড়ে দেয়। তবে তারা আজ সোমবার আবারও সড়কে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে গতকাল বিকেলে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের বলেছেন, 'সরকার এ বিষয়ে অনমনীয় নয়। ভ্যাট নিয়ে আলোচনার দ্বারও রুদ্ধ নয়। তবে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ের একটি সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছানো যাবে। শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান হবে।'

শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির শিক্ষার্থী আসাদ জামান গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমরা আজকের মতো কর্মসূচি শেষ করেছি। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। যেহেতু এখনো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা পাইনি, তাই কাল (আজ সোমবার) আবারও আমরা একই কর্মসূচি পালন করব।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কাকন বিশ্বাস গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমাদের দাবির পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় ▶▶ পৃষ্ঠা ১৬ ক. ১

আশ্বাসে থামছে না আন্দোলন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কালও (আজ সোমবার) আমরা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করব। তবে অফিসে যাওয়া ও ফেরার সময় আমরা সড়ক অবরোধ করব না। এ ছাড়া অ্যাম্বুল্যান্স, স্কুল বাস ও হজযাত্রীদের রাস্তা যাতে না আটকানো হয় সে ব্যাপারেও সব শিক্ষার্থীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

গত বৃহস্পতিবারই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ নিজেরা ভ্যাট দেবে বলে ঘোষণা করেছে। গতকালও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ভ্যাট না নেওয়ার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এমনকি গত শুক্রবার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও এক জরুরি সভা শেষে এনবিআরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভ্যাট শিক্ষার্থীদের দিতে হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। গতকাল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিসহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর ভ্যাট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে শিক্ষার্থীদের। কিন্তু এর পরও থামছে না আন্দোলন। ফলে বাধ্য হয়েই একে একে বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট না নিলেও তারা ঠিকই বিভিন্ন ফি বাড়িয়ে দেবে। হয়তো এখন সেটা না করলেও আগামী বছর থেকে করবে। ফলে ভ্যাট প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদের ঘাড়েই পড়বে। তাই শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর থেকেই নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকেই ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে তাদের আন্দোলন।

গতকাল নাম প্রকাশ না করে একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, "আমার ছেলের প্রতি সেমিস্টার ফি ছিল ৪৩ হাজার টাকা। কিন্তু 'ফল' সেমিস্টার থেকে সেই ফি ৬৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। ফলে আমাকে এখন প্রতি সেমিস্টারে ২২ হাজার টাকা বেশি দিতে হবে। যদি ৪৩ হাজার টাকার ওপরও ভ্যাট দিতে হতো তাহলে হয়তো তিন হাজার টাকা বেশি দিতে হতো। এখন দিতে হচ্ছে এর চেয়ে অনেক বেশি। আমার অন্য ছেলেমেয়েরাও পড়ালেখা করে। এই অতিরিক্ত টাকা বহন করাটা আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য।'

'ভ্যাটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্ররা রাস্তায়, শিক্ষামন্ত্রী আপনি কোথায়', 'মন্ত্রীদের গাড়িতে নেই কোনো ভ্যাট, শিক্ষায় কেন দিব ভ্যাট', 'রাজস্ব আদায়ে শিক্ষায় খোঁচাখুঁচি, ছিঃ মুহিত এ আপনার কেমন বিকৃত রুচি', 'ভ্যাট কী জন্য, শিক্ষা কি পণ্য', 'আমাদের দাবি একটাই, ভ্যাট ছাড়া শিক্ষা চাই' এ ধরনের অসংখ্য প্ল্যাকার্ড নিয়ে উত্তরার হাউস বিল্ডিংয়ে হাজির হয় শিক্ষার্থীরা। কয়েক হাজার শিক্ষার্থী রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গোল হয়ে বসে স্লোগান দিতে থাকে। এমনকি মাইকেও নানা রকম স্লোগান দেওয়া হয়।

শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটির গ্রাফিকস ডিজাইনের শিক্ষার্থী নোয়াখালীর বাসিন্দা জুমান খান কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমার প্রতি সেমিস্টারে ফি দিতে হয় ৪৮ হাজার টাকা। আমার বাবা-মা নেই। দুই বোন এই খরচ চালায়। আর আমি নিজে টিউশনি করে থাকা-খাওয়ার খরচ জোগাড় করি। অনেক সেমিস্টারেই ঠিকমতো টাকা দিতে পারি না। এখন যদি ভ্যাট বসানো হয় তাহলে আমার পড়ালেখাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছি।'

আইইউবিএটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মাহাবুবুল আলম কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমাদের বাড়ি কুমিল্লায়। বাবা কৃষিকাজ করেন। প্রতি সেমিস্টার ফি ৪০ হাজার টাকা। চলতি সেমিস্টারে এখনো টাকা দিতে পারি নাই। টিউশনি করে আমাকে থাকা-খাওয়ার টাকা জোগাড় করতে হয়। এরপর যদি বাবাকে আরো বেশি টাকার কথা বলি তাহলে কী হবে বুঝতে পারছি না।'

সাপোরা ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থী সায়েদ হামজা কালের কণ্ঠকে বলল, 'আমার কোর্স ফি ১২ লাখ টাকা। ভর্তির সময় একবারে ছয় লাখ টাকা দিতে হয়েছে। এ জন্য আমাদের একটি জমি বিক্রি করতে হয়েছে। আমার পাঁচ ভাই-বোন সকলেই লেখাপড়া করে। প্রতি মাসে বাবার টাকা দিতে কষ্ট হয়, সেটা খুব ভালো করেই বুঝি। এর পরও কিভাবে বেশি টাকা চাই?'

স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী কামরুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলে, 'সরকার আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দিক, তাহলে তো আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসব না। কিন্তু সেটা সরকার পারছে না, আমরা পরিবারের টাকায় পড়ছি অথচ এর ওপর ভ্যাট বসাচ্ছে। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

পুলিশের উত্তরা জোনের ডিসি বিধান ত্রিপুরাও ছিলেন হাউস বিল্ডিংয়ের অবরোধস্থলে। তিনি গতকাল দুপুরে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। কোনো ফোর্স করব না। ছাত্রদের মোটিভেটেড করার চেষ্টা করছি। আর উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্যও অপেক্ষা করছি।'

সাভার থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আশুলিয়ার বাইশমাইল এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো গতকাল অবরোধ করে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে। সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী পলাশের নেতৃত্বে বাইশমাইল এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা।

সাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা, তিন বছর টিউশন ফি বাড়াবে না ইস্ট ওয়েস্ট

টিউশন ফির ওপর ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অন্তত সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি না বাড়ানোর এবং নিজেরা টিউশন ফির ভ্যাট পুরিশোধের ঘোষণা দিয়েছে।

ছুটি ঘোষণা করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউবি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি), ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটে ছুটির নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট এক-দুই দিনের জন্য 'ছুটি' ঘোষণা করেছে। আবার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ঈদের ছুটি এগিয়ে এনেছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশে বলা হয়েছে, 'অনিবার্য কারণবশত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা মঙ্গলবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।'

আইইউবির নোটিশে বলা হয়েছে, ঈদ উপলক্ষে ১৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল রবিবারও বন্ধ ছিল, আজ সোমবারও বন্ধ থাকবে।

ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সোমবার ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) গতকাল রবিবার বন্ধ ছিল, আজ সোমবারও বন্ধ থাকবে।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে শনিবার থেকে, চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়েও গত শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ছুটি চলছে। মঙ্গলবার খোলার কথা ছিল। কিন্তু ছুটি বর্ধিত করে হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী তিন বছর বেতন না বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী তিন বছর শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হবে না।

এ ছাড়া সরকার যে ভ্যাটের কথা বলেছে, তাও শিক্ষার্থীদের দিতে হবে না। এ ছাড়া ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (আইইউবি) কর্তৃপক্ষও বিবৃতি দিয়ে ভ্যাটের টাকা নিজেরাই পরিশোধ করবে বলে জানিয়েছে। আইইউবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভ্যাট বাবদ যে টাকা দিয়েছে তা ২০১৬ সালের স্প্রিং সেমিস্টারের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিও এ বছর ভ্যাট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে।